প্রথম আলো

তারিখ 07 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তিন বছরে ঝরে গেল দুই লক্ষাধিক শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক

২০০৯ সালে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

তিন বছর আগে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১৮ লাখ ২৩ হাজার ৪৬৫ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিল ১৬ লাখ ২০ হাজার ৫৪ জন শিক্ষার্থী। সেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবারের জেএসসি পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ নিচ্ছে ১৪ লাখ দুই হাজার ৬৬৬ জন শিক্ষার্থী। অর্থাৎ এই তিন বছরে ঝরে পড়েছে দুই লাখ ১৭ হাজার ৩৮৮ জন শিক্ষার্থী। তবে নিয়মিত, অনিয়মিত ও মানোন্নয়ন মিলিয়ে এবারে জেএসসিতে মোট পরীক্ষার্থী ১৫ লাখ ৫৩ হাজার ৫৭৫ জন।

জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা মনে করি, ঝরে পড়া কমছে। অনেকে বলেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কারণে ঝরে পড়া বাড়বে। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে এটা কমছে। এটা ইতিবাচক লক্ষণ।'

শ্যামল কান্তি জানান, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কেবল যারা উত্তীর্ণ হয়, তারাই ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পায়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফাহিমা খাতুন বলেন, আগে প্রতিবছরই বিরাট সংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ত। এখন তিন বছর মিলিয়ে যে হিসাবে তাতে দেখা যায় ঝরে পড়া কমছে।

জেএসসি ও জেডিসিতে পরীক্ষার্থী বেড়েছে: ৪ নভেম্বর অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জেএসসির পাশাপাশি মাদ্রাসার স্তরের অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা শুরু হবে। এই দুই পরীক্ষা উপলক্ষে গতকাল বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এবার গতবারের চেয়ে দুই পরীক্ষায় মোট শিক্ষার্থী বেড়েছে ৪৭ হাজার ২৫২। এবার দুই পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ১৯ লাখ আট হাজার ৩৬৫ জন। এর মধ্যে শুধু জেএসসিতে ১৫ লাখ ৫৩ হাজার ৫৭৫ জন এবং জেডিসিতে তিন লাখ ৫৪ হাজার ৭৯০ জন। গতবার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৮ লাখ ৬১ হাজার ১১৩ জন।

মন্ত্রী জানান, সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে এই পরীক্ষা হবে। বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি প্রথম-দ্বিতীয় পত্র ও গণিত ছাড়া সব বিষয়ের পরীক্ষা হবে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে। শ্রবণপ্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত সময়ের ২০ মিনিট বাড়তি সময় পাবে। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছাড়াও অন্য প্রতিবন্ধীদের (যাদের হাত নেই বা হাত দিয়ে লিখতে পারে না) জন্য শ্রুতি লেখকের সুযোগ রাখা হয়েছে।

৪ নভেম্বর জেএসসি পরীক্ষা শুরু

নুরুল ইসলাম বলেন, এই পরীক্ষার মাধ্যমে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ভীতি আগেই কমে যাচ্ছে। ঝরে পড়া কমছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবার পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী বেশি ১০ লাখ ১১ হাজার ৫০৩ জন এবং ছাত্রের সংখ্যা আট লাখ ৯৬ হাজার ৮৬২ জন।

এসএসসি ও এইচএসসিতেও অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষার চিন্তা: সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ফাহিমা খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, এই পরীক্ষায় সৃজনশীল বিষয়গুলোর পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নপত্রেই অনুষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে সব বিষয়ের পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নপত্রে নেওয়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নোমান উর রশীদসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।